গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড

ব্যানবেইস ভবন (নীচতলা)
১ জহির রায়হান রোড (পলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
Web: www.terbb.gov.bd E-mail: info@terbb.gov.bd

স্মারক: টিইআরবিবি/শিমশা-১৩/জামাক-জবাব/২০২১/১৩২(২) তারিখ: ০৫/০৮/২০২১

বরবর,
সচিব,
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিষয়: গত ৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "অবসর ভাতার জন্য অন্তহীন অপেক্ষা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের জবাব।

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৯.(অবসর/কল্যাণ)২০২১(খন্ড-১).২২১ তারিখ: ০৪ আগস্ট ২০২১খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এমপিওভূক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর ভাতা প্রদানের জন্য ২০০২ সনের ২৭ নং আইন জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ১৫ তে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড'' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা জানুয়ারী ১৯৮০সাল থেকে এমপিওভূক্ত চাকুরী গনণা করে সর্বশেষ বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রাপ্যতা নির্ধারণ করে অবসর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে চাঁদা কর্তন করা হচ্ছে ০১/০১/২০০৫ সাল থেকে। শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওর চাঁদা ছাড়া বিকল্প কোন আয় অবসর সুবিধা বোর্ডের নেই।

২০১৫ সালের ৯ম স্কেল অনুযায়ী এমপিওভূক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুন হওয়ায় এবং ইনক্রিমেন্ট যুক্ত হওয়ায় অবসর ভাতা প্রদানের পরিমাণও দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। অবসর বোর্ডের মাসিক আয় ও মাসিক চাহিদার মধ্যে ঘাটতি অনেক, প্রায় ৪২কোটি। শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ৬% কর্তনের মাধ্যমে আয় হয় প্রায় ৬৩কোটি টাকা। প্রতি মাসে প্রয়োজন প্রায় ১০৫কোটি টাকা।

ফলে শিক্ষক-কর্মচারীগণ তাদের অবসর ভাতা পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। প্রতি অর্থবছরেই অবসর সুবিধা বোর্ডের এই ঘাটতি সংকুলানের জন্য জাতীয় বাজেট থেকে অর্থ চাওয়া হয়। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৪ অর্থবছরে ৫৩৫কোটি টাকা সীড মানি এবং ৮২২কোটি টাকা এককালিন থোক বরাদ্দসহ মোট ১৩৫৭কোটি টাকা প্রদান করেছেন। থোক বরাদ্দের ৮২২কোটি টাকা ও ফিক্সড ইডপোজিড থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে অবসর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে অবসরে যাওয়ার ৫/৬ বছর পর্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে যে সকল শিক্ষক-কর্মচারীগণকে অপেক্ষা করতে হতো তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বরাদ্দের কারণে অপেক্ষার সময় বর্তমানে ২বছর ৮মাসে নেমে এসেছে।

এই মূহূর্তে ০১/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ থেকে ৩১/০৭/২০২১খ্রি. পর্যন্ত ২৬৪১৫টি আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। প্রায় ৩(তিন) হাজার কোটি টাকা হলে এই অপেক্ষমান শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা প্রদান করা যাবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ৬% কর্তনের মাধ্যমে বছরে তহবিলে জমা হয় ৭৫৬কোটি টাকা। প্রতি বছর অবসর ভাতা প্রদান করার জন্য প্রয়োজন ১২৬০কোটি টাকা, প্রতি বছর ঘাটতি থাকে প্রায় ৫০০কোটি টাকা।

প্রায় ৩(তিন) হাজার কোটি টাকা হলে এই অপেক্ষমান ২৬৪১৫জন শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ভাতা তাদের হাতে তুলে দেয়া যাবে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত শিরেনাম 'অবসর ভাতার জন্য অন্তহীন অপেক্ষা' এর অবসান ঘটবে।

০৫/০৮/২১
(অধ্যক্ষ শরীফ আহমদ সাদী)
সচিব
অবসর সুবিধা বোর্ড, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ :
জনাব মো: কামরুল হাসান
উপসচিব(বেসরকারি মাধ্যমিক শাখা-৩)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।